শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **ভাবনা (সোনা) :** শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। এই দিনটি তোমার জীবনে বসন্তের ফুল হয়ে ফুটে উঠুক। তোমার স্বপ্ন পুরণ হোক ও পরিবারের সকলকে নিয়ে সুন্দর দিন কাটাও। **সুমিত।**

☺ **শুভ জন্মদিনের মা (অরুণা ভট্টাচার্য্য) :** তোমাকে প্রণাম জানাই। ভগবান তোমার সব ইচ্ছা যেন পূরণ করে। ভালো থেকো সুস্থ থেকো। **মানু, সোনা, বাবাই। ১নং ডাবগ্রাম।**

ইন্ডিয়া ওপেন

সংক্রমণের জেরে বাদ এক ডজন শাটলার

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : সংক্রমণের জন্য দু'বার প্রতিযোগিতা বাতিল করা হয়েছে। তারপরও ইন্ডিয়া ওপেনের পিছু ছাড়ছে না করোনা।

সংক্রমণের আবহে বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্তের মতো তারকা সহ একডজন শাটলার। এদের মধ্যে সাতজন কোভিড পজিটিভ। বাকিরা সংক্রামিতের সংস্পর্শে আসায় আইসোলেশনে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই বি সাই প্রণীথ, মনু অত্রি এবং ধ্রুব রাওয়াত সংক্রামিত হয়ে নাম তুলে নিয়েছেন।

এদিন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন জানায়, 'মঙ্গলবার আরটি-পিসিআর টেস্টে সাতজনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাঁদের ডাবলস পার্টনাররাও নাম প্রত্যাহার করছেন। তাঁদের শূন্যস্থানে কোনও নতুন নাম যোগ হবে না। তাঁদের প্রতিপক্ষ ওয়াকওভার পাবে।' সংক্রামিতের তালিকায় শ্রীকান্ত ছাড়াও অশ্বিনী পোনাপ্পা, রীতিকা রাহুল ঠক্কর, তৃষা জলি, মিঠুন মঞ্জুনাথ, সিমরন আমন সিং এবং খুশি গুপ্তর নাম আছে।

সংক্রামিতদের সংস্পর্শে ছিলেন এন সিক্কি রেড্ডি, গায়ত্রী গোপীচাঁদ, ধ্রুব কপিলা, অক্ষণ শেট্টি ও কাব্য গুপ্ত। অবশ্য এই পাঁচজনের টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অশ্বিনীর ডাবলস পার্টনার সিক্কি। সিক্কির সঙ্গে মিক্সড ডাবলসে খেলেন ধ্রুব। কাব্য আর খুশি ডাবলস পার্টনার। অক্ষণ মিক্সড ডাবলসে সিমরনের সঙ্গী। এর আগে ইংল্যান্ডের সব শাটলার ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন। দলের কোচ নাথান রবার্টসন এবং ডাবলস বিশেষজ্ঞ শ্যেন ভেন্ডি সংক্রামিত হওয়ায় তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন ইন্ডিয়া ওপেনে শেষ হয়ে গেল সাইনা নেহওয়ালের অভিযান। ১৭ বছরের মালবিকা বানসোদের কাছে ১৭-২১, ৯-২১ পয়েন্টে হারলেন বিশ্বের প্রাক্তন একনম্বর সাইনা। নিজের আদর্শ শাটলারকে হারাতে মাত্র ৩৪ মিনিট সময় নিলেন মালবিকা। অন্য ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইরা শর্মাকে ২১-১০, ২১-১০ পয়েন্টে হারাতে আধঘণ্টা সময় নিলেন পিভি সিন্ধু। শুক্রবার তাঁর লড়াই অস্মিতা চালিহার বিরুদ্ধে। পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় বাছাই লক্ষ্য সেন ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফিলিক্স বুরেস্টেদৎকে।

ডিআরএস বিতর্কে তপ্ত কেপটাউন

কেপটাউন, ১৩ জানুয়ারি : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ফ্লাইটটা সরাসরি মিস করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ডিন এলগার। বল লাগল হাঁটুর নীচে। আম্পায়ার মারিয়াস এরাসমাস আউট দিতে দু'বার ভাবেননি। কিন্তু রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান এলগার। আর তারপর মাঠেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এমন কিছু কথা বললেন, যা নিয়ে দু'ভাগ ক্রিকেট মহল।

বৃহস্পতিবার রিভিউয়ে দেখা যায়, বল অফস্টাম্পে পিচ করে লেগস্টাম্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংসের সময় মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে এই দৃশ্য দেখে কোহলি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেই সময় এলগারের উইকেট চলে এলে চলতি তৃতীয় টেস্টে বাড়তি অক্সিজেন পেত ভারত। যার ফলে মাঠের মধ্যেই কার্যত ফুঁসতে দেখা গেল কোহলিকে। একাধিক রিপোর্টের মতে, স্টাম্প মাইকের সামনে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে কোহলিকে বলতে শোনা যায়, 'শুধু প্রতিপক্ষ নয়, যখন তোমাদের বোলাররা বল পালিশ করে সেদিকেও নজর রাখো।'

কোহলির পাশাপাশি সহ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলও সংযম হারিয়েছিলেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, '১১ জনের বিরুদ্ধে গোটা দেশ খেলছে।' নটআউট হওয়ার পর বিরাটকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এলগার। কিন্তু কোহলি পালটা বলেন, '১৩ বছর ধরে চ্যাঁচাচ্ছি। তুমি আমাকে শান্ত রাখতে পারবে?' কোহলিকে উইকেটকিপার ঋষভ পন্থও বলেন, 'গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা দেশটাই ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে।' অন্য একটি রিপোর্টের মতে, অশ্বীনকেও বলতে শোনা যায়, 'যে কোনও উপায়ে হোক, অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' ব্রডকাস্টারদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অশ্বীন আরও বলেছেন, 'জেতার জন্য আরও ভালো রাস্তা নেওয়া উচিত।'

স্টাম্প মাইক্রোফোনে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

শুধু ভারতীয় ক্রিকেটাররা নন, আম্পায়ার এরাসমাসও নিজের সিদ্ধান্ত বদলে যাওয়ায় মাঠেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বলেছেন, 'এটা অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত।' পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে দেখে মুখ খুলেছে সম্প্রচারকারী সংস্থা সুপার স্পোর্টস। তাদের যুক্তি, পিচে বেশি বাউন্স রয়েছে। তাই বল স্টাম্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেত।

তৃতীয়দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে প্রোটিয়া পেসার লুঙ্গি এনগিডিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ডিআরএস কি তার নিজের কাজ ঠিকঠাক করছে? উত্তরে এনগিডি বলেছেন, 'অবশ্যই ঠিকঠাক কাজ করছে। গোটা বিশ্বে ডিআরএসের ব্যবহার হয়। এটা একটা সিস্টেম। যার জন্যই ক্রিকেটাররা এটা ব্যবহার করে আসছেন।'

যদিও একই মত পোষণ করেননি টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। ঘুরিয়ে ডিআরএসের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'আমরা দেখেছি। আপনারা দেখেছেন। সবাই দেখেছে। আমি বিষয়টি ম্যাচ রেফারির হাতেই ছাড়ব। এরচেয়ে বেশি কিছু বলার নেই আমার।'

যদিও বিরাটের বিপক্ষেও অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন। একজন জাতীয় দলের অধিনায়ক মাঠে এরকম আচরণ করতে পারেন কি না তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই বিরাটের এহেন আচরণকে 'অশালীন' তকমা দিচ্ছেন। তাদের মতে, বিরাটের আচরণ দেশের সম্মানহানি করেছে।

চলতি ম্যাচে ইতিমধ্যেই জসপ্রীত বুমরাহ-মার্কো জানসেনের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। এবার ডিআরএসের সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কোহলি। চতুর্থদিনে নিউল্যান্ডস টেস্টে আরও কোনও অধ্যায় যোগ হয় কিনা সেটাই দেখার।

পিছোল অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি থেকে অনুশীলনে ফিরছে না মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রাজ্য সরকার করোনা মোকাবিলায় নতুন কোনও নির্দেশ দেয় কি না, তা দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

টিম হোটেলে সংক্রমণ ছড়ানোয় আপাতত স্থগিত হয়েছে আই লিগ। তাই ভারতীয় ব্রিগেডকে এক সপ্তাহের ছুটি দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

পাহাড়পুর জন কল্যাণ সংঘ ও পাঠাগার ফলাফল

১ম – 29667	১০ম
২য় – 42325	১ – 16938
৩য় – 49822	২ – 46381
৪র্থ – 14447	৩ – 53450
৫ম – 13545	৪ – 41086
৬ষ্ঠ – 43966	১১তম
৭ম – 44060	১ – 45945
৮ম – 56057	২ – 23059
৯ম – 18174	৩ – 39185
১২তম	৪ – 56015
১ – 44087	৩ – 21915
২ – 77516	৪ – 73695
৫ – 55280	

অনুশীলন বন্ধ ইস্ট-মোহনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : এদিনও অনুশীলনে করতে পারলেন না প্রীতম কোটাল-অমরিন্দার সিংরা। এবং শুধু এটিকে মোহনবাগানই নয়, তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি-কে অনুশীলনে নামতে দেওয়া হয়নি। একাধিক ক্লাবের ক্ষেত্রে এই হঠাৎই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে লিগের তরফ থেকে। এই তালিকায় রয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গলও।

একের পর এক সংক্রমণের খবর আসছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলি থেকে। যার জেরে জট পাকিয়ে গিয়েছে লিগ সূচি। আগামী শনিবার এটিকে মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি-র মুখোমুখি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই ম্যাচ আদৌ হবে কি না, তা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না আইএসএলের সঙ্গে যুক্ত কেউই। এর আগেই ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি রয় কৃষ্ণারা। ফিজিয়ান তারকারই প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে বলে সূত্রের খবর। বুধবার প্রায় মাঝরাতে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফল আসার পরে নতুন করে কোনও ফুটবলার আক্রান্ত হওয়ার খবর না পাওয়া গেলেও দেখা যায়, দলের এক সাপোর্ট স্টাফ সংক্রামিত। তবে সমস্যা হল, ফুটবলাররা কেউ আক্রান্ত না হলেও তাঁরা এই সাপোর্ট স্টাফের কাছাকাছি এসেছেন। যার ফলেই এদিন অনুশীলন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সব থেকে বড় কথা, যেসব ফুটবলারের সংক্রমণ হয়েছিল, তাঁরা কেউই আগামী ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না। ফলে দল গড়াও এখন সমস্যা সবুজ-মেরুনে। যে সমস্যা অবশ্য নেই বেঙ্গালুরুর। কিন্তু দুটো দলকেই যদি শুক্রবার ফের অনুশীলন করতে না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ম্যাচ খেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বলেই ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর। তবে এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত এদিন এবং শুক্রবারের রিপোর্টের ভিত্তিতেই হবে। যেমনটা ওড়িশা-এটিকে মোহনবাগান ম্যাচের দিনই নেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, এসসি ইস্টবেঙ্গলের হোটেলেও সংক্রমণ বেড়েছে বলে খবর। তাদের আবার হোটেল কর্মীদের একটা বড়ো অংশ সংক্রামিত। যে রিপোর্ট আসার পরে এদিন অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়া হয় লাল-হলুদেরও। ফলে মারিও রিভেরা শুরু করতে পারলেন না তাঁর কাজ। তবে রেনেডি সিং তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শিবির ছাড়ছেনই। যদিও এসসি ম্যানেজমেন্ট তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করছেন বারবার। কিন্তু তিনি আর সহকারী হিসাবে থাকতে রাজি নন। ইতিমধ্যেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে মিহির সাওয়ান্তকে গোলরক্ষক কোচ হিসাবে নিয়ে গোয়ায় পাঠাচ্ছে এসসি ম্যানেজমেন্ট। তাদের বিদেশি গোলরক্ষক কোচও সম্ভবত দেশে ফিরে যাচ্ছেন।

'অনিশ্চিত' জকোকে রেখে সূচি অজি ওপেনে

মেলবোর্ন, ১৩ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তিনি খেলবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সরু সুতোয় ঝুলছে ভাগ্য। সেই দোলাচলের মধ্যেই নোভাক জকোভিচকে রেখে টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করল টেনিস অস্ট্রেলিয়া।

১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। প্রথম রাউন্ডে গতবারের চ্যাম্পিয়ন 'জোকার'-এর প্রতিপক্ষ স্বদেশীয় মিওমির কেচমানোভিচ। তবে দশমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে নামতে চলা জকোভিচের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। কোভিড ভ্যাকসিন না নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় আসার জন্য বিমানবন্দরে সার্ব তারকাকে আটক করেছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। এমনকি তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে কোর্ট-যুদ্ধে জিতলেও জকোভিচকে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কোভিড সংক্রমণের সময় বিধিভঙ্গ করেছিলেন সেকথা বুধবার স্বীকার করে নিয়েছেন নোভাক। পাশাপাশি অসতর্কতাবশত অস্ট্রেলিয়ায় ট্রাভেল এন্ট্রি ফর্মেও ভুল তথ্য দেওয়ার কথা মেনে নিয়েছেন তিনি। এরপরেই নড়েচড়ে বসেছে অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকার। তথ্যগোপনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে সার্ব তারকার বিরুদ্ধে। জকোভিচের ভিসা বাতিল করে তাঁকে নির্বাসিত করা হবে কি না সেই বিষয়টি এখন অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসনমন্ত্রক ও তার মন্ত্রী অ্যালেক্স হকির বিবেচনাধীন। জকোভিচ ইস্যুতে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও হকি জানিয়েছেন, তথ্যপ্রদানে সার্ব তারকা কোনওরকম কারচুপি করেছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

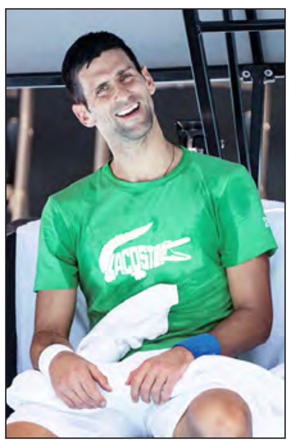

চিন্তার ছাপ নেই জকোর মুখে।

জকোভিচের নিয়মভঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্প্যানিশ মিডিয়াও। কোভিড সংক্রমণ থাকা সত্ত্বেও কেন নোভাককে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছে স্পেনের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধীরা। তবে সেই প্রস্তাব খারিজ করেছে সরকারপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে জকোভিচের ভিসা-ইস্যু নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার অভিবাসনমন্ত্রীর ওপর ছেড়েছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকার সমালোচকদের অন্যতম অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। নোভাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হলেও নিজেদের অবস্থান থেকে যে তারা বিন্দুমাত্র সরেননি, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

নিজের নিয়মে চলতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছেন জকোভিচ, এই পরিস্থিতিতে সেটাই মনে হচ্ছে জকোভিচের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্টেফানোস সিতসিপাস। এর আগে জোকারের ভ্যাকসিনবিরোধী ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাফায়েল নাদাল। সেই পথে হেঁটেছেন সিতসিপাসও। এক সাক্ষাৎকারে গ্রিক তারকা বলেছেন, 'নোভাক নিজের মর্জিমতো চলতে পছন্দ করে। খুব কম প্লেয়ারের পক্ষে ওঁর মতো কাণ্ডকারখানা ঘটানো সম্ভব। তবে ভ্যাকসিন না নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে আসা জকোভিচের নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এর ফলে ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার পথটাকে নোভাক আরও কঠিন করে তুলল।'

BAMS ডাক্তার দ্বারা সফল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের চিকিৎসা ঃ
• সেক্স সমস্যা • সহবাসে অক্ষমতা
• লিঙ্গ শিথিলতা • সন্তানহীনতা
• ক্ষুদ্রলিঙ্গ • শীঘ্রপতন • স্বপ্নদোষ
এছাড়াও ঃ পাইলস, ফিস্চুলা, বাত, হাঁপানি, শ্বেতী, সোরাইসিস, চুলপড়া, সিফিলিস, গনোরিয়া, ডায়াবেটিস ও যে কোনো নেশার সফল এবং দ্রুত চিকিৎসা নিন।
স্বল্প খরচে, অল্প সময়ে অত্যাধুনিক উপায়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।
আরোগ্য হারবাল ক্লিনিক
Super Speciality Ayurvedic Clinic of North Bengal
95474 67472
শিলিগুড়ি, বিধান মার্কেট, মুর্গিহাটির পাশে, সিকিম রেস্টুরেন্ট বিপরীতে। প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা

আমূল দুধ
হ্যাপী মকর সংক্রান্তি
Amul The Taste of India
আমূল দুধ ভালোবাসে ইন্ডিয়া

শীর্ষে উঠে নজির তাসনিম মীরের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে নজির গড়লেন ভারতের তাসনিম মীর। প্রথম ভারতীয় মহিলা শাটলার হিসেবে একনম্বর স্থান দখল করলেন তিনি।

গতবছর অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে তিনটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন গুজরাটের বছর ষোলোর মেয়ে তাসনিম। সেই সাফল্য র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ছুঁতে সাহায্য করল ভারতীয় শাটলারকে। একনম্বর হওয়ার পর তাসনিম বলেছেন, 'কখনোই মনে হয়নি শীর্ষে পৌঁছোতে পারব। কোভিডের কারণে প্রস্তুতি ধাক্কা খেয়েছিল। তবে বুলগেরিয়া, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর র‍্যাংকিং নিয়ে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। একনম্বর হওয়া তাই আমার কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার।'

ফেব্রুয়ারিতে ইরান ও উগান্ডায় টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। এখন থেকে সিনিয়ার স্তরে খেলার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন ১৬ বছরের তাসনিম। চলতি বছরে প্রথম দুশোয় ঢুকে পড়া এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। গতবছর থমাস ও উবের কাপে ভারতীয় শিবিরে ছিলেন। সেইসময় মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছিলেন ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। পছন্দ করেন তাই জু ইংয়ের খেলাও। গত চারবছর গুয়াহাটির অসম ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে ইন্দোনেশিয়ান কোচ এডউইন ইরিয়াওয়ানের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাসনিম। তাঁর পরিবারও ব্যাডমিন্টন অনুরক্ত। বাবা ইরফান মীর একজন ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষক। পাশাপাশি মেহসানা পুলিশে কর্মরত এএসআই। ছোট ভাই মহম্মদ আলি মীর ব্যাডমিন্টনে স্টেট জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন। সাইনা নেহওয়াল, পিভি সিন্ধুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার ভাবনা তাসনিমের।

তাসনিম মীর

জয়ী রহমতটারি

ক্রান্তি, ১৩ জানুয়ারি : চিকনমাটি অ্যাসোসিয়েশনের আমিনচন্দ্র রায় ও অনিলচন্দ্র রায় ট্রফি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রহমতটারি ৫ উইকেটে চিকনমাটি সুপার কিংসকে হারিয়েছে। প্রথমে সুপার কিংস ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে। অভিষেক দাস ৪৭ রান করেন। জবাবে রহমতটারি ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়। রুবেল ইসলাম ৪৭ ও ম্যাচের সেরা গুড্ডু ঘোষ ৩৬ রান করেন। রবিবার খেলবে চাপাডাঙা ও গুয়াবাড়ি ফ্রেন্ডস ইলেভেন।

e-TENDER NOTICE
Notice inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT no. WB-PANCH/295/LGP/2021-22 Dated. 13/01/2022. Last date and time of online bid submission :- 28/01/2022 upto 17.00 hours. For further details following site may be visited www.wbprd.nic.in or www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Looksan Gram Panchayat
Memo no.- 296/LGP/2021-22
Date- 13-01-2022

টি২০-তে জয়ী ডালখোলা

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় বিষ্ণুব্রত বর্মন, অসীম ঘোষ ও প্রসেনজিৎ বর্মন ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে ডালখোলা এনজেড স্কুল ৩ উইকেটে দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে দেবীবাড়ি ১৯.১ ওভারে ১৩৯ রানে অলআউট হয়। অমিত রায় ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা অবলিন ঘোষ ২৪রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ডালখোলা ১৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪০ রান তুলে নেয়। অবলিন ৪৯ রান করেন। ধনঞ্জয় দেবনাথ ২৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শুক্রবার খেলবে পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব ও কলকাতা ওয়াই এফসি।

শততম ক্লাসিকো জয় শতাব্দী-সেরা ক্লাবের

বার্সেলোনা – ২ (লুক, ফাতি)
রিয়াল মাদ্রিদ – ৩ (ভিনিসিয়াস, বেঞ্জিমা, ভালভার্দে)

রিয়াধ, ১৩ জানুয়ারি : টানা পঞ্চম সাক্ষাতে বার্সেলোনাকে হারিয়ে এল ক্লাসিকো জয়ের সেঞ্চুরি করে ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার রাতে সুপার কোপার সেমিফাইনালে ৩-২ গোলে জিতল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। দুইবার সমতা ফিরিয়েও কোপার নতুন ফর্ম্যাটে ভাগ্য বদলাতে পারল না জাভি হার্নান্ডেজের ছেলেরা।

২০২০ সালে শেষবার আরবের মাটিতে হওয়া কোপায় দলকে ফাইনালে জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন রিয়ালের উরুগুয়ান মিডিও ফেডেরিকো ভালভের্দে। সেবার ১১৫ মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ পাওয়া অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতাকে মাপা ফাউল করেন। নিজে লাল কার্ড দেখলেও মোরাতাকে গোল করতে দেননি। তাতেই ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে, চ্যাম্পিয়ন হয় রিয়াল। এবারও অতিরিক্ত সময়ের ৯৮ মিনিটে দলের জয়সূচক গোলটি এল তাঁর পা থেকেই। রডরিগোর পাসে চমৎকার ডামি দিয়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তাতে বল পান ভালভের্দে। মাপা শটের জবাব ছিল না বার্সা গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টের-স্টেগেনের কাছে।

তিনি মাঠে নামার আগেই অবশ্য ২-১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। ২৫ মিনিটে করিম বেঞ্জিমার পাস থেকে গোল করেন ভিনিসিয়াস। ৪১ মিনিটে সমতা ফেরান লিউক ডি জং। ৭২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা নিজেই পালন করলেন বেঞ্জিমা। তবে ৮৩ মিনিটে ফের সমতা ফেরালেন আনসু ফাতি। নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেই বাজিমাত করল রিয়াল।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তঃকলহ

দুই গোষ্ঠীর দুই অ্যাথলেটিক্স মিট

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : ফের প্রকাশ্যে এল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্কলহ। এবার সংস্থার দুটি গোষ্ঠী পৃথকভাবে অ্যাথলেটিক্স মিটের আয়োজন করেছে। যা নিয়ে রীতিমতো বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে ক্রীড়ামহলে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি অ্যাথলেটিক্স মিট করবে সংস্থার একটি গোষ্ঠী। আবার আরেক গোষ্ঠী সেই একই মিট আয়োজন করবে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি। সাধারণত জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে বছরে একটিই অ্যাথলেটিক্স মিট হয়। তবে এই বছর দুটি মিটের আয়োজন হওয়ায় বিষয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছে।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্কলহ অবশ্য এই প্রথম নয়। দীর্ঘদিন থেকেই সংস্থার দুটি গোষ্ঠীর কলহে খেলাধুলার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কখনও একটি খেলা দুইবার করে অনুষ্ঠিত করা আবার কখনও রাজ্যস্তরের খেলায় দুটি গোষ্ঠীর দুটি টিম যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

২০১৮ সালে গোষ্ঠীদ্বন্দের বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। বিষ্ণুব্রত বর্মন সংস্থার সচিব থাকাকালীন অনাস্থা এনে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির সচিব হন সুব্রত দত্ত। যদিও সেই কমিটি বৈধ নয় বলেই অভিযোগ তুলেছিলেন বিষ্ণুব্রতবাবু। এরপর দুইজনেই নিজেদের সচিব পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন খেলাধুল পরিচালনা করেছেন। এরইমাঝে গতবছর প্রয়াত হন বিষ্ণুব্রতবাবু। এরপর করোনা পরিস্থিতি কিছুটা কমলে নানা খেলাধুলো ও প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছেন সুব্রত দত্ত। সুব্রতবাবুর উদ্যোগেই বর্তমানে কোচবিহার স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ চলছে।

এদিকে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যানারে একটি অ্যাথলেটিক মিটের আয়োজন করেছে বিষ্ণুব্রতবাবুর ঘনিষ্ঠরা। সংস্থার 'জয়েন্ট সেক্রেটারি' পরিচয়ে দেবব্রত প্রামাণিকের উদ্যোগে সেই মিট হচ্ছে। দেবব্রত বলেছেন, 'পেরেন্টস বডি রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে অনুমতি নিয়েই আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে অ্যাথলেটিক্স মিট করছি। এখান থেকে যাঁরা বিজয়ী হবে তাঁরা রাজ্যস্তরে খেলতে পারবেন। অন্য কারা কোথায় অ্যাথলেটিকের আয়োজন করছে সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।'

অন্যদিকে, সুব্রতর পাল্টা মন্তব্য, 'গত বছরও আমরা অ্যাথলেটিক্স মিট করেছিলাম। চলতি বছরও করার জন্য রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তাদের কাছ থেকে অনুমতি মিলবে। সেটি পাওয়ার পর ২৯-৩০ জনুয়ারি আমরা মিট করব।' তাঁর আরও সংযোজন, 'রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন এখনো কাউকে অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য অনুমতি দেয়নি। ফলে কেউ যদি এখন মিট করে তাহলে তা অবৈধ।'

জেলা ক্রীড়া ও যুব আধিকারিক বি বি লেপচা বলেছেন, 'জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুটি গোষ্ঠী দুটি অ্যাথলেটিক্স মিট করছে। এরকমটা হওয়া উচিত নয়। সকলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হবে।' সূত্রের খবর, সংস্থার দুটি গোষ্ঠী নিয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জেলা ক্রীড়া ও যুব দপ্তরে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। যেখানে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বার্তা চাওয়া হয়েছে।

উত্তরের খেলা

IN ALAM NURSING HOME
ICU + ADVANCED SURGICAL CENTRE
WE ARE DOING HIGHEST COMPLICATED SURGERIES OF ABDOMEN FOR LAST 2 YEARS IN COMPARISON TO 32 YEARS OF MY SURGICAL EXPERIENCES AT ISLAMPUR BECAUSE, Patients cannot move for Chennai, Bangalore, Hyderabad etc. due to Corona Problems, WITHOUT ANY
1. DEATH & 2. MAJOR COMPLICATIONS
DEPARTMENTS ARE-
1. GASTRO ENTEROLOGY (SURGICAL AND ENDOSCOPIC)
2. UROLOGY
3. PAED. SURGERY
4. GYNAECOLOGY
TRAININGS ARE-
1.Lap G.B & Appendix from Kolkata
2. Laparoscopic and Hysteroscopic Surgery in Gynaecology and Infertility- from Mumbai
3. Infertilirty- from Mumbai
4. Lithotripsy and Endo- Urology- from Mumbai
5. G.-I. Endoscopy with E.R.C.P- from Mumbai
6. Paed. Surgery, Laparoscopy and Urology- from Mumbai
7. Trauma (Head Injury, Chest injury, Abdominal injury)- from Mumbai
8. Andrology- from NADIAD
9. Neuro Surgery- from L.T.M.G.M.C. Mumbai and Apollo Chennai
10. I.C.C.U. (Multi Disciplinary) and Echo Cardiography- from Apollo Chennai
11. Dialysis training & Critical Care Medicine- from Agra and Apollo Chennai
MY TOTAL SURGICAL EXPERIENCE IS 38 YEARS
SWASTHA-SATHI CARD ACCEPTED HERE
ISLAMPUR, UTTAR DINAJPUR
99322-63281 / 99327-87616 / 94340-77038

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা মহেশ রায়- কে 16.11.2021 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97A 32521 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। মহেশ বললেন, "লটারি এখন একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা আমরা রাতারাতি কোটিপতি হতে পারি। ডিয়ার লটারির ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কারণ এটি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত নিয়মাবলি কঠোরভাবে পরিচালিত ও প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়। আমরা খুব অল্প পরিমান টাকার বিনিময়ে আমাদের ভাগ্যকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আমি আমার প্রতিবেশি ও এলাকার মধ্যে আজকাল অনেক বিজেতাদের দেখতে পাই। আমি সবাইকে উপদেশ দেবো যে আপনারাও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আপনাদের ভাগ্যকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায় বলে, কে বিজেতা হচ্ছেন তাও সহজেই জানা যায়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in